আকাইদ ও ফিকহ

ইবতেদায়ি

চতুর্থ শ্রেণি

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

اَلْعَقَآئِدُ وَالْفِقْهُ

আকাইদ ও ফিকহ

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

রচনা
আবু সালেহ মোঃ কুতবুল আলম
আবু জাফর মুহাম্মদ নুমান
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

সম্পাদনা

অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মোঃ আব্দুল আলীম

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৭
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও **ডিজিটাল বাংলাদেশ** গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ্ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে **আকাইদ ও ফিকহ** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইটিতে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদ্‌সত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর কায়সার আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
		আকাইদ	
প্রথম		**আকাইদ ও ইমান**	
	পাঠ-১	আকাইদ	১
	পাঠ-২	ইমান	২
	পাঠ-৩	ইসলাম	৩
	পাঠ-৪	তাওহিদ	৪
	পাঠ-৫	আল-আসমাউল হুসনা	৫
দ্বিতীয়		**নবি, রাসুল ও কুরআন মাজিদ**	
	পাঠ-১	নবি ও রাসুল	৮
	পাঠ-২	প্রসিদ্ধ নবি-রাসুলের নাম	১০
	পাঠ-৩	নবি ও রাসুল সম্পর্কে আকিদার কয়েকটি দিক	১১
	পাঠ-৪	কুরআন মাজিদ	১২
	পাঠ-৫	কুরআন মাজিদ সম্পর্কে আকিদার কয়েকটি দিক	১৪
তৃতীয়		**ফেরেশতা, আখেরাত ও তাকদির**	
	পাঠ-১	ফেরেশতার পরিচয়	১৬
	পাঠ-২	প্রধান চার ফেরেশতা	১৭
	পাঠ-৩	কিরামান কাতিবিন ও মুনকার-নাকির	১৮
	পাঠ-৪	আখেরাত	১৯
	পাঠ-৫	মৃত্যু	২০
	পাঠ-৬	কবর	২১
	পাঠ-৭	কিয়ামত	২২
	পাঠ-৮	তাকদির	২৩
		ফিক্‌হ	
চতুর্থ		**তাহারাত**	
	পাঠ-১	অজু	২৬
	পাঠ-২	গোসল	২৭
	পাঠ-৩	তায়াম্মুম	২৮
	পাঠ-৪	ইসতিনজা ও মিসওয়াক	২৯
পঞ্চম		**সালাত**	
	পাঠ-১	সালাতের ওয়াক্ত	৩৩
	পাঠ-২	সালাত আদায়ের নিয়ম	৩৫
	পাঠ-৩	সালাতের ফরজসমূহ	৩৭
	পাঠ-৪	সালাতের ওয়াজিবসমূহ	৩৮
	পাঠ-৫	দোআ কুনুত	৩৯
ষষ্ঠ		**সাওম, জাকাত ও হজ**	
	পাঠ-১	সাওমের পরিচয় ও গুরুত্ব	৪১
	পাঠ-২	সাহরি ও ইফতার	৪২
	পাঠ-৩	জাকাত	৪৩
	পাঠ-৪	হজ	৪৫
		আখলাক ও দোআ	
সপ্তম		**আখলাক**	
	পাঠ-১	আখলাকে হাসানাহ	৪৮
	পাঠ-২	মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য	৪৯
	পাঠ-৩	শিক্ষকের প্রতি সম্মান	৫০
	পাঠ-৪	ইখলাস	৫১
	পাঠ-৫	প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার	৫২
	পাঠ-৬	সততা ও ওয়াদা পালন	৫৩
	পাঠ-৭	মিথ্যার কুফল	৫৪
	পাঠ-৮	ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি সম্মান	৫৫
	পাঠ-৯	দেশপ্রেম	৫৬
অষ্টম		**দোআ**	
	পাঠ-১	মাসনুন দোআর পরিচয়	৫৯
	পাঠ-২	কুরআন মাজিদ থেকে দু'টি দোআ	৬০
	পাঠ-৩	আয়নায় চেহারা দেখার সময় যে দোআ পড়তে হয়	৬০
	পাঠ-৪	রাগের সময় ও হাই উঠলে যে দোআ পড়তে হয়	৬১
	পাঠ-৫	যানবাহনে আরোহণের সময় যে দোআ পড়তে হয়	৬১
	পাঠ-৬	পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর যে তাসবিহ পড়তে হয়	৬২
		শিক্ষক নির্দেশিকা	৬৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আকাইদ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ ও ইমান

পাঠ-১

আকাইদ- اَلْعَقَآئِدُ

আকাইদ এর পরিচয়:

عَقَآئِدُ (আকাইদ) শব্দটি عَقِيْدَةٌ (আকিদাতুন) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ বন্ধন, দৃঢ় বিশ্বাস। পরিভাষায়, ইসলামের মূল বিষয়সমূহ মনেপ্রাণে সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস করাকে আকাইদ বলে। ব্যাপক অর্থে তাওহিদ, রিসালাত, আখেরাত, ফেরেশতা, আসমানি কিতাবসমূহ, তাকদির, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এ সকল বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণের নাম আকাইদ।

মুসলিম জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইমান ও সহিহ আকিদা। আকিদা বিশুদ্ধ না হলে আমল যতই ভালো হোক আল্লাহর দরবারে তা কবুল হবে না। তাই ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন মুক্তির জন্য বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করা আবশ্যক। এজন্য আকিদার বিষয়গুলো জানা থাকা জরুরি। আকাইদ সম্পর্কিত বিষয়গুলো ভালোভাবে জানা না থাকলে কেউ ইবাদত মনে করে এমন কাজও করে ফেলতে পারে, যা শরিয়ত সমর্থিত নয়। অন্যদিকে শরিয়ত অনুমোদিত বিষয়কেও কেউ বিদআত বা শিরক মনে করতে পারে।

আমরা দীনের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক আকিদা কী তা জানব এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করব।

পাঠ-২

ইমান- اَلْإِيْمَانُ

ইমানের পরিচয়ঃ

ইমান (اَلْإِيْمَانُ) শব্দের অর্থ আন্তরিক বিশ্বাস। শরিয়তের পরিভাষায়- প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সে সকল বিষয়সহ তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করাকে ইমান বলে।

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং এগুলোকে নিজের দীন হিসেবে মনেপ্রাণে গ্রহণ করার নামই ইমান। যার ইমান আছে তাকে মুমিন বলা হয়। তবে পরিপূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও বাস্তব জীবনে আমল-এ তিনটি বিষয় এক সঙ্গে থাকা দরকার। কেউ যদি মৌখিক স্বীকৃতির পর অন্তর দিয়ে বিশ্বাস না করে, তাহলে সে মুমিন নয়; বরং মুনাফিক। আবার কেউ যদি অন্তরে বিশ্বাস করে, মুখেও স্বীকার করে, কিন্তু আমল না করে; তাহলে সে ফাসিক।

ইমানের মৌলিক বিষয়গুলো 'ইমানে মুফাস্‌সাল' এর মধ্যে আমরা পাই। ইমানে মুফাস্‌সালের মাধ্যমে একজন মুসলিম ঘোষণা করেন, "আমি ইমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসুলগণের প্রতি, আখেরাতের প্রতি, তাকদিরের ভালোমন্দ সব কিছু আল্লাহর সৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।"

ইমানে মুফাস্‌সালে বর্ণিত ৭টি বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারে না। এ মৌলিক বিষয়গুলো ছাড়াও ইমানের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। আমরা সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখব এবং ইমানের দাবি অনুযায়ী জীবন গড়ব।

দলীয় কাজ : একজন মুমিনের যেসব বিষয়ের উপর ইমান রাখা জরুরি শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে আলোচনা করে এর তালিকা তৈরি করবে। এরপর সবচেয়ে ভালো তালিকাটি শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখবে।

পাঠ-৩

ইসলাম- اَلْإِسْلَامُ

ইসলামের পরিচয়ঃ

ইসলাম (اَلْإِسْلَامُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য।

শরিয়তের পরিভাষায়- আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিধি-বিধান ও আদর্শ নিয়ে এসেছেন, তার আলোকে জীবন যাপন করার নাম ইসলাম। যিনি আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য করেন তিনি মুসলিম।

ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে কোনো ভুল বা অপূর্ণতা নেই; বরং এতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিষয়ের যথাযথ নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ পাক কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا۔

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সুরা মায়িদা : ৩)

ইসলামের মূল ভিত্তিঃ

ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি। যথা:

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনা; ২. সালাত আদায় করা;
৩. জাকাত প্রদান করা; ৪. রমজান মাসে সাওম পালন করা এবং
৫. সামর্থ্যবান ব্যক্তির হজ আদায় করা।

আমরা ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করব এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলব।

২০২৫

পাঠ-৪

তাওহিদ- اَلتَّوْحِيْدُ

তাওহিদের পরিচয়:

তাওহিদ (اَلتَّوْحِيْدُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ একত্ববাদ, আল্লাহ তাআলাকে এক বলে স্বীকার করা। তাওহিদের মূল কথা হলো আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; বরং সকল সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

অর্থ: (হে রসুল) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন; বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (সুরা ইখলাস)

তাওহিদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ আমাদের ইলাহ, স্রষ্টা ও প্রতিপালক। বিশ্বজগতের সবকিছুর স্রষ্টা তিনি। তিনিই এ সমগ্র জগতের একমাত্র মালিক ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই পালনকর্তা, রিজিকদাতা, বিধানদাতা। সৃষ্টিজগতের সব কিছুর অস্তিত্ব, ধ্বংস, জন্ম-মৃত্যু সব তাঁরই হাতে। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমাদের ইবাদত-বন্দেগি পাওয়ার একমাত্র অধিকারী তিনিই।

আমরা তাওহিদের উপর ইমান আনব এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করব।

পাঠ- ৫

আল-আসমাউল হুসনা- اَلْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

আল-আসমাউল হুসনা:

اَلْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى এর অর্থ সুন্দর নামসমূহ। এখানে সুন্দর নাম দ্বারা আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর সত্ত্বাবাচক নাম 'আল্লাহ'। এ নাম ব্যতীত তাঁর অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। যেমন اَلْخَالِقُ বা সৃষ্টিকর্তা।

শরিয়তের পরিভাষায়- আল্লাহ তাআলার এ গুণবাচক নামগুলোকে 'আল-আসমাউল হুসনা' বলা হয়। হাদিস শরিফে আল্লাহর গুণবাচক নিরানব্বইটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সকল নাম ধরে আল্লাহকে ডাকার জন্য তিনি নিজেই কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেছেন :

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا۔

অর্থ : আল্লাহর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামে ডাক। (সুরা আরাফ : ১৮০)

আল্লাহ তাআলা সত্ত্বাগত দিক থেকে যেমন এক ও অদ্বিতীয়, তেমনি সিফাত তথা গুণাবলির দিক থেকেও এক ও অদ্বিতীয়।

আমরা আল্লাহ তাআলার সত্ত্বার প্রতি যেমন ইমান আনব, তেমনি তাঁর সিফাতসমূহের প্রতিও ইমান আনব।

আল্লাহ তাআলার গুণবাচক ৩০টি নাম:

গুণবাচক নাম	অর্থ	গুণবাচক নাম	অর্থ
اَلرَّحْمٰنُ	অসীম দয়াময়	اَلْغَفُوْرُ	অতিক্ষমাশীল
اَلرَّحِيْمُ	পরম দয়ালু	اَلْعَلِيْمُ	সর্বজ্ঞ
اَلْمَلِكُ	অধিপতি	اَلسَّمِيْعُ	সর্বশ্রোতা
اَلْقُدُّوْسُ	অতিপবিত্র	اَلْمَاجِدُ	মহীয়ান
اَلسَّلَامُ	শান্তিদাতা	اَلْبَصِيْرُ	সর্বদ্রষ্টা
اَلْمُؤْمِنُ	নিরাপত্তা বিধায়ক	اَللَّطِيْفُ	সূক্ষ্মদর্শী
اَلرَّزَّاقُ	রিজিকদাতা	اَلْخَبِيْرُ	সম্যক অবহিত
اَلْعَزِيْزُ	মহাপরাক্রমশালী	اَلشَّكُوْرُ	গুণগ্রাহী
اَلْجَبَّارُ	মহাপ্রবল	اَلْقَدِيْرُ	সর্বশক্তিমান
اَلْخَالِقُ	সৃষ্টিকর্তা	اَلْمُجِيْبُ	সাড়াদানকারী
اَلْكَبِيْرُ	শ্রেষ্ঠ	اَلْحَكِيْمُ	প্রজ্ঞাময়
اَلْمُهَيْمِنُ	রক্ষক	اَلْوَاسِعُ	সর্বব্যাপী
اَلْمُتَكَبِّرُ	মহিমান্বিত	اَلشَّهِيْدُ	প্রত্যক্ষদ্রষ্টা
اَلْحَسِيْبُ	হিসাব গ্রহণকারী	اَلْغَفَّارُ	অধিক ক্ষমাশীল
اَلْكَرِيْمُ	অনুগ্রহকারী	اَلْوَهَّابُ	মহাদাতা

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) ইমানের মৌলিক বিষয়-
(১) ৪টি (২) ৫টি (৩) ৬টি (৪) ৭টি

(খ) اَلْغَفَّارُ অর্থ-
(১) প্রবল (২) মহাদাতা (৩) অতিক্ষমাশীল (৪) রিজিকদাতা

(গ) اَلْعَلِيْمُ অর্থ-
(১) সর্বজ্ঞ (২) সর্বদ্রষ্টা (৩) সর্বব্যাপী (৪) সর্বশ্রোতা

(ঘ) তাওহিদের বর্ণনা আছে-
(১) সুরা নাসে (২) সুরা ইখলাসে (৩) সুরা কাওছারে (৪) সুরা লাহাবে

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) আকাইদ কাকে বলে?
(খ) ইমানের মৌলিক বিষয়গুলো কী কী?
(গ) তাওহিদের মর্মবাণী কী?
(ঘ) মুসলিম কাকে বলে?
(ঙ) আল-আসমাউল হুসনা বলতে কী বুঝ?

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) আকাইদ শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা কর।
(খ) ইমান অর্থ কী? ইমানের পরিচয় দাও।
(গ) সুরা ইখলাসের অর্থ লিখ।
(ঘ) 'ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা'- ব্যাখ্যা কর।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) যার ইমান আছে তাকে — বলা হয়।
(খ) ইসলামের মূল ভিত্তি — টি।
(গ) ইমানের মৌলিক বিষয়গুলো — এর মধ্যে আমরা পাই।
(ঘ) হাদিস শরিফে আল্লাহর গুণবাচক — নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবি, রাসুল ও কুরআন মাজিদ

পাঠ-১

নবি ও রাসুল - اَلنَّبِيُّ وَالرَّسُوْلُ

নবি ও রাসুলের পরিচয় :

নবি (اَلنَّبِيُّ) আরবি শব্দ। এর অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদদানকারী, অদৃশ্যের সংবাদদাতা। রাসুল (اَلرَّسُوْلُ) শব্দটিও আরবি। এর অর্থ দূত, বার্তাবাহক, প্রতিনিধি।

শরিয়তের পরিভাষায়- আল্লাহর বিধি-বিধান সৃষ্টির নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত ব্যক্তিকে নবি ও রাসুল বলা হয়।

নবি ও রাসুলের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব ও নতুন শরিয়ত প্রদান করা হয়েছে তিনি রাসুল। আর যিনি শরিয়তপ্রাপ্ত হননি; বরং পূর্ববর্তী রাসুল ও তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবের অনুসরণ ও প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন তিনি নবি। বস্তুত সব রাসুল নবি, তবে সব নবি রাসুল নন। নবুওয়াত ও রিসালাত আল্লাহর বিশেষ দান ও অনুগ্রহ। কেউ ইচ্ছা করে নবি ও রাসুল হতে পারে না।

প্রথম নবি হজরত আদম আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি সকল নবি-রাসুলের সরদার। তাঁর পরে কোনো নবি ও রাসুল এ পৃথিবীতে আসবেন না। তাই তাঁকে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' বা সর্বশেষ নবি বলা হয়।

২০২৪

কুরআন মাজিদে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ.

অর্থ : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল ও সর্বশেষ নবি। (সুরা আহযাব : ৪০)

প্রত্যেক নবি-রাসুলেরই মূল দায়িত্ব ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা, পথহারা মানুষকে হিদায়াতের আলো দান করা এবং জমিনে আল্লাহর দীন কায়েম করা। নবি-রাসুলগণের দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হলো-

- তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা;
- আল্লাহর প্রতি ইমান আনা ও তাঁর ইবাদতের জন্য মানুষকে দাওয়াত দেওয়া;
- আল্লাহর সকল বিধি-বিধানের অনুসরণ এবং সেগুলো মানুষকে জানানো;
- আখেরাত সম্পর্কে সতর্ক করা;
- মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া ও জাহান্নামের আজাব থেকে সতর্ক করা;
- জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলার পথনির্দেশনা দেওয়া।

নবি ও রাসুলগণ ছিলেন নিষ্পাপ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাদের সাথে অন্য কোনো মানুষের তুলনা চলে না। নবি-রাসুলের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও ভালোবাসা না থাকলে কেউ মুমিন হতে পারে না।

আমরা সকল নবি ও রাসুলের প্রতি ইমান রাখব, তাঁদেরকে ভালোবাসব এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করব।

পাঠ-২

প্রসিদ্ধ নবি-রাসুলের নাম

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে অনেক নবি-রাসুল দুনিয়াতে আগমন করেছেন। তাঁদের সকলের নাম কুরআন মাজিদে উল্লেখ করা হয়নি। আমাদের নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্বে আরো অনেক নবি-রাসুল পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা :

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ.

অর্থ : আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো একজন রাসুলই। তাঁর পূর্বে আরো অনেক রাসুল অতিবাহিত হয়েছেন। (সুরা আলে-ইমরান : ১৪৪)

কুরআন মাজিদে ২৫ জন নবি- রাসুলের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন–

১. হজরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَامُ)	১৪. হজরত হারুন (عَلَيْهِ السَّلَامُ)
২. হজরত ইদরিস (عَلَيْهِ السَّلَامُ)	১৫. হজরত আইয়ুব (عَلَيْهِ السَّلَامُ)
৩. হজরত হুদ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)	১৬. হজরত দাউদ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)
৪. হজরত সালিহ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)	১৭. হজরত সুলায়মান (عَلَيْهِ السَّلَامُ)
৫. হজরত নুহ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)	১৮. হজরত ইউনুস (عَلَيْهِ السَّلَامُ)
৬. হজরত ইবরাহিম (عَلَيْهِ السَّلَامُ)	১৯. হজরত ইল্‌ইয়াস (عَلَيْهِ السَّلَامُ)
৭. হজরত লুত (عَلَيْهِ السَّلَامُ)	২০ হজরত জাকারিয়া (عَلَيْهِ السَّلَامُ)
৮. হজরত ইসমাইল (عَلَيْهِ السَّلَامُ)	২১. হজরত ইয়াহ্‌ইয়া (عَلَيْهِ السَّلَامُ)
৯. হজরত ইসহাক (عَلَيْهِ السَّلَامُ)	২২. হজরত যুলকিফ্‌ল (عَلَيْهِ السَّلَامُ)
১০. হজরত ইয়াকুব (عَلَيْهِ السَّلَامُ)	২৩. হজরত আল-ইয়াসা (عَلَيْهِ السَّلَامُ)
১১. হজরত শুআইব (عَلَيْهِ السَّلَامُ)	২৪. হজরত ইসা (عَلَيْهِ السَّلَامُ)
১২. হজরত ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)	২৫. খাতামুন নাবিয়্যিন হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
১৩. হজরত মুসা (عَلَيْهِ السَّلَامُ)	

পাঠ-৩

নবি-রাসুল সম্পর্কে আকিদার কয়েকটি দিক

নবি ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস রাখা ইমানের অঙ্গ। এ বিশ্বাসের কয়েকটি দিক হলো :

১। নবি-রাসুলগণ সকলেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক মানবজাতির হিদায়াতের জন্য মনোনীত ;

২। তাঁরা সকলেই যথাযথভাবে নবুওয়াত ও রিসালতের দায়িত্ব পালন করেছেন ;

৩। নবি-রাসুলগণ মা'সুম বা নিষ্পাপ ;

৪। নবি-রাসুলগণ আল্লাহর খাস বান্দা। তাঁদের কেউ আল্লাহর পুত্র বা তাঁর সত্তার অংশ নন ;

৫। নবি-রাসুলগণ জাতি হিসেবে মানুষ। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নন। গুণের দিক থেকে অতুলনীয় ;

৬। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি নেই। তিনি নবি-রাসুলদের সরদার এবং সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর যদি কেউ নবুওয়াত দাবি করে তবে সে হবে প্রতারক ও মিথ্যুক।

পাঠ-৪

কুরআন মাজিদ-اَلْقُرْاٰنُ الْمَجِيْدُ

কুরআন মাজিদের পরিচয়:

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব হলো কুরআন মাজিদ। এটি আল্লাহ তাআলার কালাম এবং আমাদের মহান ধর্মগ্রন্থ। এটি লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত আছে। আল্লাহ তাআলা হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে লাওহে মাহফুজ থেকে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে এ কিতাব অবতীর্ণ করেন।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন :

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ. فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ.

অর্থ : বরং এটা মহিমান্বিত কুরআন, লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত (সুরা বুরুজ : ২১-২২)

কুরআন মাজিদ

কুরআন মাজিদের আরও অনেক নাম রয়েছে। যেমন- ফুরকান, কিতাব, নুর ইত্যাদি।

কুরআনের ভাষা আরবি। এতে ১১৪ টি সুরা রয়েছে। সবচেয়ে বড় সুরা আল বাকারা এবং সবচেয়ে ছোট সুরা আল কাওছার।

তেলাওয়াতের সুবিধার্থে সম্পূর্ণ কুরআনকে সাত মনজিল ও ত্রিশ পারায় ভাগ করা হয়েছে।

অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা যায় না। সালাতের মধ্যে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করা ফরজ। কুরআন তেলাওয়াতে অনেক সওয়াব রয়েছে। কুরআন মাজিদের একটি হরফ তেলাওয়াত করলে কমপক্ষে দশটি নেকি লাভ করা যায়। সকলের উচিত বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করা। কেননা কিরাত বিশুদ্ধ না হলে সালাত হয় না।

কুরআন মাজিদ সকল যুগের সকল মানুষের জন্য মুক্তির সনদ। এতে রয়েছে মানব জীবনের সকল সমস্যার সুন্দরতম সমাধান। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় আছে এবং থাকবে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এর হিফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

আমরা বিশুদ্ধভাবে কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করব। কুরআন মাজিদে বর্ণিত বিধি-বিধানসমূহ জানব এবং এর আলোকে জীবন গড়ব।

পাঠ-৫

কুরআন মাজিদ সম্পর্কে আকিদার কয়েকটি দিক

কুরআন মাজিদ আল্লাহর কিতাব। এ কিতাব বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এর উপর ইমান রাখা ফরজ। কুরআন মাজিদ সম্পর্কে আকিদার কয়েকটি দিক হলো :

১। কুরআন মাজিদ সকল আসমানি কিতাবের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। এ কিতাবে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই ;

২। কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণী ;

৩। কুরআন মাজিদের আগমনে পূর্বের অন্য সকল আসমানি কিতাব রহিত হয়ে গেছে ;

৪। কুরআন মাজিদ লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত ;

৫। এ কিতাব আমাদের নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শ্রেষ্ঠ মু'জিজা ;

৬। সকল যুগের সকল মানুষের জন্য কুরআন মাজিদ পথপ্রদর্শক।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) নবি শব্দের অর্থ-

(১) পরামর্শদাতা (২) প্রশিক্ষক

(৩) অদৃশ্যের সংবাদদাতা (৪) সাহায্যকারী

(খ) সকল নবি-রাসুলের সর্দার হলেন-

(১) হজরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَامُ) (২) হজরত নুহ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)

(৩) হজরত ইবরাহিম (عَلَيْهِ السَّلَامُ) (৪) হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)

(গ) কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হয়-

(১) ২০ বছরে (২) ২১ বছরে (৩) ২২ বছরে (৪) ২৩ বছরে

(ঘ) কুরআন মাজিদ হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন-

(১) আল্লাহ তাআলা (২) মুহাম্মদ (ﷺ) (৩) আলিমগণ (৪) হাফিযগণ

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) খাতামুন নাবিয়্যিন কে?

(খ) নবি ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য কী?

(গ) কুরআন মাজিদ কোথায় সংরক্ষিত?

(ঘ) নবি-রাসুল সম্পর্কে আকিদার দু'টি বিষয় লিখ।

(ঙ) কুরআন মাজিদকে কেন ৩০পারায় বিভক্ত করা হয়েছে?

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) নবি-রাসুলের দায়িত্ব বর্ণনা কর।

(খ) দশজন নবি-রাসুলের নাম লিখ।

(গ) কুরআন মাজিদের পরিচয় দাও।

(ঘ) কুরআন মাজিদ সম্পর্কে আকিদার ৫টি দিক বর্ণনা কর।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) কুরআন মাজিদে মোট — জন নবি-রাসুলের নাম পাওয়া যায়।

(খ) নবুওয়াত ও রিসালাত আল্লাহর বিশেষ — ও —।

(গ) কুরআন মাজিদে — টি সুরা রয়েছে।

(ঘ) কুরআন মাজিদ কিয়ামত পর্যন্ত — থাকবে।

(ঙ) কেউ ইচ্ছা করে — ও — হতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়

ফেরেশতা, আখেরাত ও তাকদির

পাঠ-১

ফেরেশতার পরিচয়

ফেরেশতা শব্দটি ফার্সি। আরবিতে মালাকুন (مَلَكٌ)। مَلَكٌ শব্দের বহুবচন হলো মালাইকাতুন (مَلَآئِكَةٌ)।

ফেরেশতা নুরের তৈরি এবং আল্লাহ তাআলার একান্ত অনুগত মাখলুক। আল্লাহর হুকুমে তাঁরা যে কোনো আকৃতি ধারণ করতে পারেন। আহার-নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজনও তাঁদের হয় না। ফেরেশতাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। ফেরেশতাগণ সবসময় আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর তাসবিহ পাঠে নিয়োজিত থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

অর্থ : আল্লাহ তাদের যা আদেশ করেন তারা এর অবাধ্য হন না এবং তারা যা আদেশ পান, তা করেন। (সুরা তাহরিম : ০৬)

ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস রাখা ইমানের অংশ। তাঁদের অস্তিত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে ইমান থাকবে না।

২০২৪

পাঠ-২

প্রধান চার ফেরেশতা

ফেরেশতাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফ থেকে আমরা কয়েকজন ফেরেশতার নাম ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। ফেরেশতাদের মধ্যে প্রধান চারজন হলেন :

১। **হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম** : তিনি নবি ও রাসুলগণের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছাতেন ;

২। **হজরত মিকাইল আলাইহিস সালাম** : তিনি রিযিক বণ্টন, মেঘ পরিচালনা ও বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্ব পালন করেন ;

৩। **হজরত আজরাইল আলাইহিস সালাম** : তিনি আল্লাহর হুকুমে রুহ কবজ করার দায়িত্ব পালন করেন। তাকে 'মালাকুল মাউত' বলা হয় ;

৪। **হজরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম** : তিনি শিঙ্গা মুখে নিয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছেন। আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তিনি শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন। তখনই কিয়ামত শুরু হবে।

পাঠ-৩

কিরামান-কাতিবিন ও মুনকার-নাকির

কিরামান-কাতিবিন:

যে সকল ফেরেশতা মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করে থাকেন তাদের কিরামান কাতিবিন বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন :

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ. كِرَامًا كَاتِبِيْنَ.

অর্থ : অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছেন, সম্মানিত (আমল) লেখকবৃন্দ। (সুরা ইনফিতার : ১০-১১)

'কিরামান কাতিবিন' এর তৈরি হিসাবকে বান্দার 'আমলনামা' বলা হয়। আখেরাতে নেককারদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে এবং পাপীরা বাম হাতে আমলনামা পাবে।

মুনকার-নাকির:

মুনকার এবং নাকির আল্লাহ তাআলার দুই ফেরেশতা। প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁরা কবরে এসে হাজির হন এবং মৃত ব্যক্তিকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তার রব, তার দীন ও নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ৩টি প্রশ্ন করেন। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

اِذَا اُقْبِرَ الْمَيِّتُ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَلِلْاٰخَرِ النَّكِيْرُ.

অর্থ : যখন মৃতকে কবরে রাখা হয় তখন কালো বর্ণের নীল চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন। তাদের একজনের নাম হলো মুনকার এবং অপরজনের নাম হলো নাকির। (তিরমিজি)

পাঠ-৪

আখেরাত- اَلْاٰخِرَةُ

আখেরাতের পরিচয়:

আখেরাত (اَلْاٰخِرَةُ) আরবি শব্দ। আখেরাত মানে পরকাল। মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনকে আখেরাত বলা হয়। এ জীবনের শুরু আছে, শেষ নেই। কবরে অবস্থান, সুওয়াল-জবাব, পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম এ সবকিছুই আখেরাতের অন্তর্ভুক্ত।

আখেরাতের জীবন দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত :

১। মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত;

২। হাশরের মাঠ থেকে অনন্তকাল অবধি।

আখেরাতের উপর ইমান রাখা ফরজ। যারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে না তারা মুমিন নয়। মহান আল্লাহ কুরআন মাজিদে মুমিনদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

অর্থ : আর তারা আখেরাতের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। (সুরা বাকারা : ৪)

আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। ইহকাল ক্ষণস্থায়ী, পরকাল চিরস্থায়ী। আখেরাতের বিশ্বাস মানুষকে সত্য পথের অনুসারী বানায়, সৎকর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আমরা আখেরাতে বিশ্বাস করব এবং নেক আমল করব।

পাঠ-৫

মৃত্যু- اَلْمَوْتُ

মানবদেহে একটি অদৃশ্য শক্তি রয়েছে যা মানুষকে জীবিত রাখে। এ শক্তির নাম হলো রুহ বা আত্মা। মহান আল্লাহর নির্দেশে হজরত আজরাইল আলাইহিস সালাম এ রুহকে যখন কবজ করেন, তখন মানুষ মারা যায়। মৃত্যু আল্লাহর শাশ্বত বিধান।কোনো জীবই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন :

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ.

অর্থ : প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। (সুরা আলে ইমরান : ১৮৫)

দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের পাথেয় সংগ্রহের জন্য এ দুনিয়ায় মানুষের আগমন ঘটেছে। মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা ইহকাল থেকে পরকালে পাড়ি দেই। তাই মৃত্যু হলো দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি এবং আখেরাতের প্রবেশদ্বার।

কুরআন-হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, মুমিন বান্দা মৃত্যুর সময় পরকালের শান্তির নমুনা দেখতে পায়। ফলে মৃত্যুযন্ত্রণা সে অনুভব করে না। কিন্তু পাপী ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভয়ংকর দৃশ্য দেখে থাকে। ফলে তার মৃত্যুযন্ত্রণা হয় কঠিন ও ভয়াবহ। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বারবার মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে পানাহ চাইতে তাগিদ দিয়েছেন। মৃত্যু যন্ত্রণাকে ‘সাকরাতুল মাউত’ বলা হয়।

পাঠ-৬

কবর- اَلْقَبْرُ

কবর (اَلْقَبْرُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ মৃতদেহ দাফন করার স্থান। একজন মুসলমানের মৃতদেহ যেখানে দাফন করা হয় সে স্থানকে কবর বলা হয়। মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কে কবরের জিন্দেগি বলে। একে 'আলমে বরযখ'ও বলা হয়। বস্তুত মৃত দেহ মাটিতে দাফন করা হোক, পানিতে ফেলে দেয়া হোক, আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হোক অথবা কোনো জীবজন্তু খেয়ে ফেলুক সকল অবস্থাই কবরের জিন্দেগির মধ্যে গণ্য।

আখেরাতের প্রথম ধাপ হলো কবর। কবর জীবনের সূচনা হয় মুনকার ও নাকিরের প্রশ্নের মাধ্যমে। তাঁরা সকলকে তিনটি প্রশ্ন করেন। যথা :

১। তোমার রব কে?

২। তোমার দীন কী?

৩। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন- ইনি কে?

যারা নেককার তাঁরা এ সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে। হাদিস শরিফের বর্ণনা অনুযায়ী মুমিন বান্দা উত্তরে বলবে- আমার রব আল্লাহ, আমার দীন ইসলাম, আর তিনি আল্লাহর রাসুল। তখন আল্লাহর হুকুমে তার কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। তার জন্য শান্তিময় আবাসের ব্যবস্থা করা হবে। তখন সে পরম সুখে ঘুমাতে থাকবে। আর যারা নাফরমান বা মুনাফিক তারা এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তারা শুধু বলতে থাকবে, হায়! আমি কিছুই জানি না। তখন তাদের উপর ভীষণ আযাব শুরু হবে। তাদের কবর সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা কবরে শাস্তি ভোগ করবে।

আমরা কবর জীবনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখব এবং মৃত্যুর পূর্বেই আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করব।

২০২৪

পাঠ-৭

কিয়ামত- اَلْقِيَامَةُ

কিয়ামত (اَلْقِيَامَةُ) শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পুনরুত্থান এবং ইয়াউমুল কিয়ামাহ (يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পুনরুত্থান দিবস। অনুরূপভাবে মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়াকেও কিয়ামত বলে।

পরিভাষায়- জগতের প্রলয়ের জন্য প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া থেকে আরম্ভ করে হাশর-নশর, হিসাব, জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ধারণ হওয়াসহ অনন্তকালের জীবনকে কিয়ামত দিবস বলে।

যখন আল্লাহ তাআলার হুকুমে হজরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন তখন প্রথমে মানব, জিন, জীব-জন্তুসহ সকল প্রাণী মারা যাবে। পরবর্তীতে আসমান ফেটে যাবে, চন্দ্র-সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে, জমিন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, পাহাড়-পর্বত তুলার মত উড়তে থাকবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ ব্যতীত সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে।

যখন আবার ফুঁক দেওয়া হবে তখন সবাই জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। সেখানে সকলের আমলের হিসাব নেওয়া হবে। কুরআন মাজিদে এ দিবসকে 'কিয়ামত দিবস' ও 'হিসাব-নিকাশের দিন' সহ বিভিন্ন নামে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে, তা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে : اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ. الخ অর্থ : নিশ্চয় কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর নিকট আছে। (সুরা লুকমান : ৩৪)

কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখা ইসলামের মৌলিক আকিদার অন্তর্ভুক্ত। আমরা কিয়ামতের উপর ইমান রাখব এবং সবসময় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পথে চলব।

পাঠ-৮

তাকদির-اَلتَّقْدِيْرُ

তাকদিরের পরিচয়:

তাকদির (اَلتَّقْدِيْرُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ নির্ধারণ করা।

পরিভাষায়- প্রত্যেক সৃষ্টির ভাগ্যে মহান আল্লাহ যা কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন তাকে তাকদির বলে।

আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টির ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জগতের সকল বিষয় পরিচালিত হয়। জগতে যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে সবই তাকদিরে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا.

অর্থ : তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি সৃষ্টিকে পরিমিতভাবে নির্ধারণ করেছেন। (সুরা ফুরকান : ০২)

তাকদিরের প্রকার:

তাকদির দুই প্রকার। যথা :

১। **তাকদিরে মুবরাম** : যে তাকদিরে কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে তাকদিরে মুবরাম বলে।

২। **তাকদিরে মুআল্লাক** : যে তাকদির চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও দোআর মাধ্যমে পরিবর্তন হয় তাকে তাকদিরে মুআল্লাক বলে।

তাকদিরের উপর বিশ্বাস রাখা ইমানের অপরিহার্য বিষয়। আমরা তাকদিরের উপর ইমান রাখব এবং সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয় এ বিশ্বাস পোষণ করব।

২০২৪

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) রাসুলগণের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছাতেন-

(১) হজরত মিকাইল (عَلَيْهِ السَّلَامُ) (২) হজরত জিবরাইল (عَلَيْهِ السَّلَامُ)

(৩) হজরত ইসরাফিল (عَلَيْهِ السَّلَامُ) (৪) হজরত আজরাইল (عَلَيْهِ السَّلَامُ)

(খ) বান্দার আমলনামা লেখেন-

(১) কিরামান-কাতিবিন (২) মুনকার ও নাকির

(৩) মিকাইল (عَلَيْهِ السَّلَامُ) (৪) ইসরাফিল (عَلَيْهِ السَّلَامُ)

(গ) আখেরাত বিভক্ত-

(১) ২টি পর্যায়ে (২) ৩টি পর্যায়ে

(৩) ৪টি পর্যায়ে (৪) ৫টি পর্যায়ে

(ঘ) আখেরাতের প্রবেশদ্বার বলা হয়-

(১) কবরকে (২) মৃত্যুকে

(৩) পুলসিরাতকে (৪) কিয়ামতকে

(ঙ) তাকদিরে মুবরাম-

(১) পরিবর্তনশীল (২) অপরিবর্তনশীল

(৩) দোআয় পরিবর্তনশীল (৪) তদবিরে পরিবর্তনশীল

(চ) ফেরেশতা শব্দটি-

(১) আরবি (২) ফার্সি

(৩) উর্দু (৪) হিব্রু

২০২৪

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ফেরেশতার কাজ কী?

(খ) হজরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম এর দায়িত্ব কী?

(গ) কবরে প্রশ্নকারী ফেরেশতাদের নাম কী?

(ঘ) আখেরাত কী?

(ঙ) আখেরাতের প্রথম ধাপ কোনটি?

(চ) কিয়ামত কী?

(ছ) তাকদিরে বিশ্বাস বলতে কী বুঝ?

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) প্রধান চার ফেরেশতার নাম ও তাদের দায়িত্ব কী?

(খ) মৃত্যু কী? মানুষের উপর মৃত্যু যন্ত্রণার ধরন কেমন হবে?

(গ) কবর কাকে বলে? কবরে কাফির ও মুনাফিকের অবস্থা কেমন হবে?

(ঘ) তাকদির কী? তাকদিরের উপর বিশ্বাস কেন করব?

(ঙ) কিয়ামত কী? কিয়ামত কিভাবে সংঘটিত হবে?

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ফেরেশতারা — তৈরি।

(খ) মেঘ-বৃষ্টির দায়িত্ব পালন করেন — আলাইহিস সালাম ।

(গ) মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনকে — বলে।

(ঘ) মুনকার ও নাকির আল্লাহ তাআলার দুই — ।

(ঙ) জান্নাত ও জাহান্নাম — অন্তর্ভুক্ত।

ফিকহ

চতুর্থ অধ্যায়

তাহারাত

পাঠ-১

অজু- اَلْوُضُوْءُ

অজুর পরিচয়:

অজু পবিত্রতা অর্জনের একটি মাধ্যম। অজু (اَلْوُضُوْءُ) শব্দের অর্থ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।

শরিয়তের পরিভাষায়- পবিত্র পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে শরীরের তিনটি অঙ্গ তথা মুখমণ্ডল, হাত ও পা ধৌত করা এবং মাথা মাসেহ করাকে অজু বলে। অজু ব্যতীত সালাত আদায়, পবিত্র কাবা ঘরের তাওয়াফ এবং কুরআন স্পর্শ করা জায়েজ নয়। অজুর মাধ্যমে মুমিনের সগিরা গুনাহ মাফ হয়।

অজুর ফরজ

অজুর ফরজ ৪টি। যথা : ১. মুখমণ্ডল ধৌত করা; ২. কনুইসহ উভয় হাত ধৌত করা; ৩. মাথার চারভাগের এক ভাগ মাসেহ করা; ৪.টাখনুসহ উভয় পা ধৌত করা।

ফরজ কাজগুলোর কোনো একটি বাদ পড়লে অজু হয় না। ধৌত করার স্থানে বিন্দু পরিমাণ জায়গা শুকনো থেকে গেলে অজু হবে না। এছাড়াও অজুর মধ্যে বেশকিছু সুন্নাত এবং মুস্তাহাব কাজ রয়েছে।

২০২৪

অজু ভঙ্গের কারণ

বিভিন্ন কারণে অজু ভঙ্গ হতে পারে। সাধারণত যেসব কারণে অজু ভঙ্গ হয় তা হলো

- প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া;
- শরীরের কোনো স্থান হতে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়া;
- মুখ ভরে বমি করা;
- শুয়ে বা কিছুতে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়া;
- সালাতের মধ্যে উচ্চস্বরে হাসা;
- বেহুশ হওয়া;
- পাগল বা মাতাল হওয়া।

পাঠ-২

গোসল-اَلْغُسْلُ

গোসলের পরিচিতি:

গোসল (اَلْغُسْلُ) শব্দের অর্থ ধৌত করা, গোসল করা।

শরিয়তের পরিভাষায়- পবিত্রতা অর্জন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে। নিয়মিত গোসল করলে শরীর ও মন সতেজ এবং পবিত্র থাকে।

গোসলের ফরজ:

গোসলের ফরজ ৩টি। যথা :

১. গড়গড়ার সাথে কুলি করা;

২. নাকে পানি দেওয়া;

৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।

গোসলের সুন্নাত:

- গোসলের নিয়ত করা;
- বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে গোসল শুরু করা;
- উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা;
- মিসওয়াক করা;
- অজু করা;
- সারা শরীর ভালোভাবে ধৌত করা।

আমরা সুন্দরভাবে গোসল করব। সুস্থ ও পবিত্র থাকব।

পাঠ-৩

তায়াম্মুম- اَلتَّيَمُّمُ

তায়াম্মুমের পরিচিতি:

তায়াম্মুম (اَلتَّيَمُّمُ) শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা।

শরিয়তের পরিভাষায় পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে পানির পরিবর্তে পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে পবিত্র মাটি দ্বারা শরিয়ত নির্ধারিত পন্থায় পবিত্রতা অর্জন করাকে তায়াম্মুম বলা হয়।

তায়াম্মুম অজু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তে করা যায়। তায়াম্মুমের ব্যবস্থা এ উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ দান।

তায়াম্মুমের ফরজঃ

তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি। যথা : (১) নিয়ত করা (২) মুখমণ্ডল মাসেহ করা (৩) উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

যে সব অবস্থায় তায়াম্মুম করা যায়ঃ

- পানি পাওয়া না গেলে বা পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির অথবা স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থাকলে;
- শত্রু বা হিংস্র জন্তুর ভয়ে পানি সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে;
- পানি কেনার সামর্থ্য না থাকলে অথবা কিনলে সংকটে পড়ার আশঙ্কা থাকলে;
- রাস্তায় পানি পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে এবং যে পানি সঙ্গে আছে তা ব্যবহার করলে পিপাসায় কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে;
- অজু করে আসতে গেলে জানাজা বা ঈদের সালাত না পাওয়ার আশঙ্কা করলে।

যে সব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ :

পবিত্র মাটি অথবা মাটি জাতীয় পবিত্র বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। যেমন- বালু, পাথর, সুরকি, মাটির পাত্র ইত্যাদি ।

পাঠ-৪

ইসতিনজা ও মিসওয়াক (اَلْإِسْتِنْجَآءُ وَالسِّوَاكُ)

ইসতিনজার পরিচয়:

ইসতিনজা (اَلْإِسْتِنْجَآءُ) শব্দের অর্থ পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা, পবিত্রতা লাভ করা।

শরিয়তের পরিভাষায়- প্রস্রাব-পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জন করাকে ইসতিনজা বলা হয়। ইসতিনজায় অবহেলা করা বড় গুনাহ এবং কবরে আযাবের কারণ বলে হাদিস শরিফে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০২৪

ইসতিনজার নিয়মঃ

প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে মাসনুন দোআ পড়তে হয়। নির্ধারিত স্থানে প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। প্রস্রাব-পায়খানা শেষে আবশ্যক মত মাটির ঢিলা, টয়লেট পেপার ইত্যাদি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নাত। শুধু পানি দিয়েও পবিত্রতা অর্জন করা যায়। পানি না পাওয়া গেলে শুধু ঢিলা দ্বারা ইসতিনজা করাও জায়েজ আছে। ঢিলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনটি বা পাঁচটি অর্থাৎ বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করা মুস্তাহাব। হাড় বা শুকনো গোবর দিয়ে ঢিলা ব্যবহার করা মাকরুহ।

বের হওয়ার সময় ডান পা প্রথমে দিয়ে বের হতে হয়। প্রবেশের পূর্বে ও বের হয়ে নির্ধারিত মাসনুন দোআ পড়তে হয়।

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা, কিবলামুখী হয়ে বা কিবলা পিছনে রেখে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ।

মিসওয়াক ও সিওয়াকঃ

সিওয়াক (اَلسِّوَاكُ) অর্থ মাজা, ঘষা ইত্যাদি।

পরিভাষায়- গাছের ডাল বা শিকড় দিয়ে দাঁত মাজা ও পরিষ্কার করাকে সিওয়াক বলা হয়। আর যে বস্তু দ্বারা দাঁত মাজা বা পরিষ্কার করা হয় তাকে মিসওয়াক বলা হয়।

মিসওয়াক করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত মিসওয়াক করতেন এবং মিসওয়াক করার বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামকে উৎসাহ দিতেন। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– "মিসওয়াক মুখের পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়।" (বুখারি)

যয়তুন বা নিমের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা ভালো। মিসওয়াক নরম হওয়া উচিত এবং হাতের আঙ্গুলের মত মোটা এবং এক বিঘত লম্বা হওয়া উত্তম। মিসওয়াকের মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। মিসওয়াক করলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, মাথা ব্যথা উপশম

হয়, কাশি দূর হয়, দৃষ্টি শক্তি বাড়ে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি মিসওয়াক করলে আল্লাহ পাক খুশি হন।

মিসওয়াকের নিয়ম:

মিসওয়াক করার মাসনুন পদ্ধতি হলো- মুখের ডান দিক থেকে শুরু করা এবং দাঁতের প্রস্থের দিক থেকে মিসওয়াক করা। মিসওয়াকের সময় ডান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলী মিসওয়াকের নিচে আর মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলী মিসওয়াকের উপরে রাখবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা এর নিচে ভালোভাবে ধরবে।

নিম্নের কয়েকটি সময় মিসওয়াক করা উত্তম:

১. ঘুমানোর আগে;
২. ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে;
৩. অজুর পূর্বে;
৪. গোসলের পূর্বে;
৫. কোনো মজলিসে যাওয়ার পূর্বে এবং
৬. কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) অজু ব্যতীত বৈধ নয়-

(১) সালাত (২) দোআ (৩) সাওম (৪) জিয়ারত

(খ) গোসলের সময় গড়গড়ার সাথে কুলি করা-

(১) ফরজ (২) ওয়াজিব (৩) সুন্নাত (৪) মুবাহ

(গ) তায়াম্মুম জায়েজ-

(১) সোনা দ্বারা (২) মাটি দ্বারা (৩) রূপা দ্বারা (৪) কাঠ দ্বারা

(ঘ) প্রস্রাব থেকে পবিত্র না থাকলে আজাব হয়-

(১) কবরে (২) হাশরে (৩) পুলসিরাতে (৪) কিয়ামতে

(ঙ) মিসওয়াক করা-

(১) মুস্তাহাব (২) সুন্নাতে মুআক্কাদা (৩) ওয়াজিব (৪) ফরজ

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) অজু শব্দের অর্থ কী? অজুর সংজ্ঞা দাও।

(খ) অজুর ফরজ কয়টি ও কী কী?

(গ) তায়াম্মুম কী? এর ফরজ কয়টি?

(ঘ) ইসতিনজা কাকে বলে?

(ঙ) মিসওয়াক করার পদ্ধতি কী?

৩। প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) অজু ভঙ্গের কারণগুলো বর্ণনা কর।

(খ) গোসলের সুন্নাত কী কী?

(গ) তায়াম্মুম কাকে বলে? কখন এবং কী দিয়ে তায়াম্মুম জায়েজ?

(ঘ) ইসতিনজার নিয়ম বর্ণনা কর।

(ঙ) মিসওয়াকের উপকারিতা কী কী?

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) অজুর মাধ্যমে মুমিনের ---- মাফ হয়।

(খ) ------- ও ----- উভয়ের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েজ।

(গ) ইসতিনজা শব্দের অর্থ ----- অর্জন।

(ঘ) মিসওয়াক করা ------।

পঞ্চম অধ্যায়

সালাত

পাঠ-১

সালাতের ওয়াক্ত- أَوْقَاتُ الصَّلٰوةِ

প্রতিদিন ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা–এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুমিনের উপর যেমন ফরজ, তেমনি নির্ধারিত ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় করাও ফরজ।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচি নিম্নরূপ :

ফজর : সুবহে সাদিক শুরু হওয়ার সাথে সাথে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়। সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত থাকে।

জোহর : সূর্য মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিম দিকে কিছুটা হেলে পড়লে জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং যে কোনো জিনিসের ছায়া তার মূল ছায়া বাদ দিয়ে দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে। ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় কোনো বস্তুর যে ছায়া থাকে তাই মূল ছায়া।

জুমার সালাতের ওয়াক্ত জোহরের অনুরূপ।

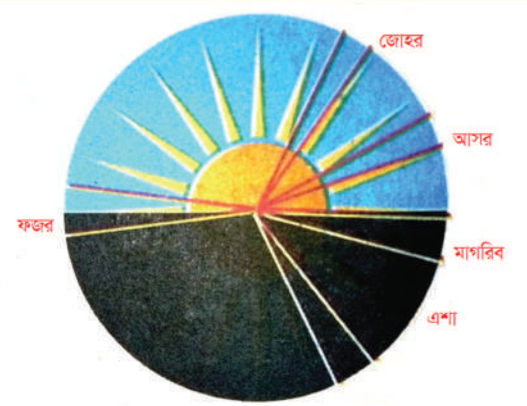

২০২৪

আসর : জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পরই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসরের সময় থাকে। তবে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর আসরের সালাত আদায় করা মাকরুহ।

মাগরিব : সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয়। পশ্চিম আকাশে লাল আভা শেষ হয়ে সাদা রং থাকা পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে।

এশা : মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হলেই এশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে। তবে মধ্যরাতের পূর্বে এশার সালাত আদায় করা উত্তম।

বিত্‌রের ওয়াক্ত শুরু হয় এশার সালাত আদায়ের পর এবং সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে।

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার ওয়াজিব সালাত সূর্য উদয়ের ২৩ মিনিট পর হতে সূর্য মধ্য আকাশ হতে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পূর্বে আদায় করতে হয়।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

তিন সময়ে সালাত আদায় করা নিষেধ।

১. সূর্যোদয়ের সময়;

২. দ্বিপ্রহরের সময়;

৩. সূর্যাস্তের সময়।

কোনো কারণে ঐ দিনের আসরের সালাত আদায় সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত বিলম্ব হয়ে গেলে তা এ সময়ে আদায় করা যাবে।

বিশেষ নির্দেশনা : শিক্ষক কাঠি দ্বারা শিক্ষার্থীদের মূল ছায়া (আসলি ছায়া) বুঝিয়ে দিবেন।

পাঠ-২

সালাত আদায়ের নিয়ম- صِفَةُ الصَّلٰوةِ

ইমানের পর সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। এটি ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি। মনেপ্রাণে আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে নিবিষ্ট মনে সালাত আদায় করতে হয়। সালাত আদায়ের নির্দিষ্ট কার্যাবলি রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এ কাজগুলো আদায় করতে হয়। নিম্নে দু'রাকাত সালাতের নিয়ম দেওয়া হলো :

- সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো;
- জায়নামাজের দোআ পাঠ করা;
- নিয়ত করা;
- তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধা। তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় পুরুষ দু'কান পর্যন্ত এবং মহিলা দু'কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উঠাবে। পুরুষ নাভির নিচে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি চেপে ধরবে। মহিলা বুকের উপর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে;
- ছানা পড়া;
- আউজুবিল্লাহ পড়া এবং বিসমিল্লাহসহ সুরা ফাতিহা পাঠ করা;
- সুরা ফাতিহার সাথে অন্য সুরা বা আয়াত মিলানো;
- তাকবির বলে রুকু করা ও রুকুর তাসবিহ আদায় করা;
- তাসমি (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলে রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ও তাহমিদ পাঠ করা;
- তাকবির বলে সাজদায় যাওয়া ও সাজদার তাসবিহ পাঠ করা;

২০২৪

- তাকবির বলে সাজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসা। আবার তাকবির বলে দ্বিতীয় সাজদা করা ও সাজদার তাসবিহ পাঠ করা;
- তাকবির বলে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়ানো;
- ছানা পাঠ ব্যতীত প্রথম রাকাতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকাত আদায় করা;
- দ্বিতীয় সাজদা শেষে তাকবির বলে ভালোভাবে বসা। প্রথমে তাশাহ্হুদ, এরপর দরুদ ও শেষে দোআ মাছুরা পড়া;
- প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা।

তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত হলে প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ করার পর তাকবির বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একই নিয়মে অবশিষ্ট রাকাত আদায় করতে হয়। তবে ফরজের ক্ষেত্রে সুরা ফাতিহার পর অন্য কোনো সুরা বা আয়াত পাঠ করতে হয় না। শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দরুদ শরিফ ও দোআ মাছুরা পড়ে সালাম ফিরাতে হয়।

বিত্‌র সালাতে তৃতীয় রাকাতে সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরা বা আয়াত পাঠ করে তাকবির বলে দাঁড়ানো অবস্থায় দোআ কুনুত পাঠ করতে হয়।

বিশেষ নির্দেশনা : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সালাত আদায়ে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্যগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিবেন।

পাঠ-৩

সালাতের ফরজসমূহ- فَرَائِضُ الصَّلٰوةِ

সালাতের ফরজ মোট ১৩টি। শরিয়তের পরিভাষায় এগুলোকে আহকাম-আরকান বলে। সালাত আরম্ভ করার আগে ৭টি ফরজ কাজ রয়েছে। এগুলোকে আহকাম বলা হয়। যথা:

১. শরীর পবিত্র হওয়া;
২. পোশাক পবিত্র হওয়া;
৩. সালাত আদায়ের স্থান পবিত্র হওয়া;
৪. সতর ঢাকা;
৫. সালাতের ওয়াক্ত হওয়া;
৬. কিবলামুখী হওয়া;
৭. নিয়ত করা।

সালাতের ভিতরে ৬ টি ফরজ কাজ রয়েছে। এগুলোকে আরকান বলা হয়। যথা :

১. তাকবিরে তাহরিমা বলা;
২. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা;
৩. কিরাত অর্থাৎ কুরআন মাজিদের কোনো সুরা বা তার অংশ বিশেষ পাঠ করা;
৪. রুকু করা;
৫. সাজদা করা;
৬. শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসা।

সালাতের ফরজ কাজসমূহের কোনো একটি বাদ পড়লে সালাত হয় না।

নারী ও পুরুষের সতর

'সতর' আরবি শব্দ। এর অর্থ ঢেকে রাখা, আবৃত করা।

পরিভাষায়- নারী পুরুষের শরীরের যে অঙ্গসমূহ সর্বদা আবৃত রাখা ফরজ তাকে সতর বলা হয়। সালাতে সতর না ঢাকলে সালাত আদায় হয় না। পুরুষের সতর হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। মহিলাদের মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ব্যতীত সমস্ত দেহ সতরের অন্তর্ভুক্ত। সতর ঢাকা শুধু সালাতের সময় নয়, বরং সব সময়ই ফরজ।

পাঠ-৪

সালাতের ওয়াজিবসমূহ- وَاجِبَاتُ الصَّلٰوةِ

সালাতের মধ্যে ওয়াজিব কাজ হলো ১৪টি। এগুলোর কোনো একটি ছুটে গেলে সাজদায়ে সাহু দিতে হবে। অন্যথায় সালাত শুদ্ধ হবে না। সাজদায়ে সাহু হলো- শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে অতিরিক্ত দু'টি সাজদা আদায় করা।

সালাতের ওয়াজিবসমূহ:

১. সুরা ফাতিহা পড়া;

২. ফরজ নামাজের প্রথম দু'রাকাতে এবং অন্যান্য সালাতের সব রাকাতে সুরা ফাতিহার সাথে অন্য সুরা বা আয়াত মিলানো;

৩. ফরজ সালাতে কুরআনের কোনো সুরা বা তার অংশবিশেষ পাঠের জন্য প্রথম দু'রাকাতকে নির্দিষ্ট করা;

৪. ফরজ কাজগুলোর তারতিব রক্ষা করা;

৫. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো;

৬. দু'সাজদার মধ্যে সোজা হয়ে বসা;

৭. তা'দিলে আরকান অর্থাৎ রুকু, সাজদা, কাওমা ও জলসায় কমপক্ষে এক তাসবিহ পরিমাণ স্থির থাকা;

৮. তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতে দু'রাকাতের পর তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসা;

৯. প্রথম ও শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া;

১০. মাগরিব, এশা, ফজর, জুমা ও দুই ঈদের সালাতে ইমামের উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা;

১১. বিত্‌র সালাতের শেষ রাকাতে অতিরিক্ত তাকবির দিয়ে দোআ কুনুত পড়া;

১২. দু'ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবির বলা;

১৩. সালাম কিংবা অন্য কোনো কাজের মাধ্যমে সালাত শেষ করা;

১৪. ভুলে কোনো ওয়াজিব কাজ বাদ পড়লে সাহু সাজদা দেওয়া।

পাঠ-৫

দোআ কুনুত

বিত্‌র সালাতের তৃতীয় রাকাতে রুকুতে যাওয়ার আগে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবির বলে দোআ কুনুত পড়তে হয়। দোআ কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব। আর তাকবির বলা ও কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাত।

দোআ কুনুত:

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ، اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ولَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, তোমারই নিকট ক্ষমা চাই, তোমার প্রতি ইমান রাখি, তোমারই উপর ভরসা করি এবং তোমার উত্তম প্রশংসা করি। আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তোমার কুফরি করি না। যারা তোমার অবাধ্য হয় আমরা তাদের থেকে দূরে থাকি এবং তাদের ত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। তোমার উদ্দেশ্যেই সালাত আদায় করি এবং তোমাকেই সাজদা করি। আমরা তোমার পানে ধাবিত হই। তোমার জন্যই আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা। আমরা তোমার অনুগ্রহপ্রার্থী এবং তোমার শাস্তির ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত। নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি কাফিরদের জন্য অবধারিত।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) কোনো জিনিসের ছায়া কী পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে?
(১) এক গুণ (২) দ্বিগুণ (৩) আড়াই গুণ (৪) তিন গুণ

(খ) নির্ধারিত ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় করা কী?
(১) ওয়াজিব (২) ফরজ (৩) সুন্নাত (৪) মুস্তাহাব

(গ) কোনটি সালাতের ওয়াজিব-
(১) নিয়ত করা (২) রুকু করা (৩) ফাতিহা পড়া (৪) কিবলামুখী হওয়া

(ঘ) পুরুষের সতর কতটুকু?
(১) নাভি থেকে হাঁটু (২) পেট থেকে হাঁটু (৩) কোমর থেকে হাঁটু (৪) নাভি থেকে গিরা

(ঙ) কোন সালাতে দোআয়ে কুনুত পড়তে হয়?
(১) ফজর (২) এশা (৩) বিত্‌র (৪) মাগরিব

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) কোন কোন সময় সালাত আদায় করা নিষেধ?
(খ) সালাতের আহকাম-আরকান বলতে কী বুঝ?
(গ) নারী-পুরুষের সতর কী?
(ঘ) সাজদা সাহু কী?
(ঙ) সালাতের প্রথম ও শেষ বৈঠকে কী কী পড়তে হয়?

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) সালাতের ওয়াক্তসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
(খ) সালাতের আহকাম-আরকান মোট কয়টি ও কী কী?
(গ) সালাতের ওয়াজিবগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখ।
(ঘ) দুই রাকাত সালাত আদায়ের নিয়ম লেখ।
(ঙ) দোআয়ে কুনুত এর অর্থ লেখ।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত — ওয়াক্ত থাকে।
(খ) বিত্‌রের ওয়াক্ত শুরু হয় — সালাত আদায়ের পর।
(গ) সালাত আরম্ভ করার আগে — ফরজ কাজ আছে।
(ঘ) সালাতের ভিতরে — ফরজ কাজ রয়েছে।
(ঙ) দৈনিক — সময়ে সালাত আদায় করা নিষেধ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাওম, জাকাত ও হজ

পাঠ-১

সাওমের পরিচয় ও গুরুত্ব

সাওম (اَلصَّوْمُ) আরবি শব্দ। সাওম বা সিয়াম অর্থ বিরত থাকা।

শরিয়তের পরিভাষায়- সাওমের নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলা হয়।

ইসলামে সাওমের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি ইসলামের অন্যতম মূল স্তম্ভ। আল্লাহ আমাদের উপর রমজান মাসে পূর্ণ এক মাস সাওম পালন করা ফরজ করেছেন। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ: হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের উপর সাওম ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (সুরা বাকারা : ১৮৩)

সাওম আমাদেরকে মন্দ কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে এবং আচরণে সংযমী হওয়ার শিক্ষা দেয়। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “সাওম ঢাল স্বরূপ।” (তিরমিজি)

আল্লাহ সাওম পালনকারীকে ক্ষমা করেন এবং অশেষ সওয়াব দান করেন। সাওম সুস্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী।

২০২৪

পাঠ-২

সাহরি ও ইফতার- اَلسُّحُوْرُ وَالْإِفْطَارُ

সাহরি:

রোজা রাখার উদ্দেশ্যে শেষ রাতে কিছু খাওয়া সুন্নাত। একে সাহরি বলে। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা সাহরি খাও, এতে অনেক বরকত রয়েছে।" (মুসলিম)। সাহরির সময় হলো- সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত।

সাওমের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّيْٓ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ : হে আল্লাহ, তোমার জন্য আগামীকাল রমজান মাসের ফরজ সাওম রাখার নিয়ত করছি। আমার পক্ষ থেকে তা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

ইফতার:

সূর্যাস্তের সাথে সাথে সাওমের সময় শেষ হয়ে যায়। এ সময় কিছু পানাহার করে সাওম ভঙ্গ করাকে ইফতার বলে। ইফতারের সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা উত্তম। সাওম পালনকারীর জন্য ইফতার খুব খুশির কাজ। নিজে ইফতার করা এবং অপরকে ইফতার করানো অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, " সাওম পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে। একটি ইফতারের সময়, অপরটি আখেরাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়।" (বুখারি ও মুসলিম)

ইফতারের দোআ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার জন্য আমি সাওম পালন করেছি এবং তোমার দেওয়া রিজিকের দ্বারা ইফতার করছি।

২০২৪

পাঠ-৩

জাকাত-اَلزَّكٰوةُ

জাকাতের পরিচয়:

জাকাত (اَلزَّكٰوةُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ পবিত্রতা, বৃদ্ধি পাওয়া। শরিয়তের পরিভাষায়- নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কর্তৃক বছরান্তে তার সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (শতকরা ২.৫ ভাগ) নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে জাকাত বলে।

জাকাতের গুরুত্ব:

জাকাত ইসলাম ধর্মের অন্যতম একটি মূল ভিত্তি। এটি একটি ফরজ ইবাদত। জাকাতকে ইসলামি অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলা হয়। দারিদ্র বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাকাতের ভূমিকা অপরিহার্য। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً۔

অর্থ : তাদের সম্পদ থেকে জাকাত সংগ্রহ কর। (সুরা তাওবা : ১০৩)

জাকাত একদিকে জাকাতদাতার ধন-সম্পদকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে, এর প্রবৃদ্ধি সাধন করে, অন্যদিকে দরিদ্রদের আর্থিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে। জাকাতের মাধ্যমে জাকাতদাতার মন-মানসিকতাও পবিত্র হয়।

ইসলামে জাকাত এবং সালাতের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো সুযোগ নেই। প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খিলাফতকালে আরবে কিছু গোত্র জাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল অথচ তারা সালাত আদায় করত। খলিফা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। জাকাতের প্রতি অবহেলা করা কোনো মুসলমানের উচিত নয়। নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের জন্য বছরান্তে হিসাব করে জাকাত প্রদান করা আবশ্যক।

জাকাত কখন ফরজ হয়ঃ

নিম্নের শর্তগুলো পাওয়া গেলে জাকাত ফরজ হয়।

১. মুসলিম হওয়া;

২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া;

৩. সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া;

৪. স্বাধীন হওয়া;

৫. নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া;

৬. সম্পদের উপর পূর্ণ মালিকানা থাকা;

৭. সম্পদের মালিকানা এক বছর পূর্ণ হওয়া।

জাকাতের নিসাবঃ

বিভিন্ন সম্পদের নিসাবের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন-

ক) স্বর্ণঃ সাড়ে সাত তোলা;

খ) রৌপ্যঃ সাড়ে বায়ান্ন তোলা;

গ) নগদ অর্থ ও ব্যবসার সম্পদঃ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ।

পাঠ-৪

হজ - اَلْحَجُّ

হজের পরিচয়:

হজ (اَلْحَجُّ) আরবি শব্দ। এর অর্থ ইচ্ছা ও সংকল্প করা, জিয়ারত করা ইত্যাদি।

শরিয়তের পরিভাষায়- জিলহজ মাসের ৯ তারিখ থেকে ১৩ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করাকে হজ বলে।

হজের ফরজ কাজ:

হজের ফরজ কাজ তিনটি। যথা-

ইহরাম বাঁধা, আরাফায় অবস্থান ও বায়তুল্লাহ শরিফের তাওয়াফ করা।

হজের ওয়াজিব কাজ:

হজের ওয়াজিব পাঁচটি। যথা-

মুযদালিফায় অবস্থান, সাঈ করা, জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ, হালাক বা কসর, তাওয়াফে সদর বা বিদায়ী তাওয়াফ।

হজের গুরুত্ব:

হজ একটি ফরজ ইবাদত। হজের অনেক ফজিলত রয়েছে। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "মকবুল হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়" (বুখারি ও মুসলিম)। হজের অন্যতম দুটি তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত হজ আখেরাতের সফরের এক বিশেষ নিদর্শন। দ্বিতীয়ত এটি আল্লাহর ভালোবাসা প্রকাশের এক অনুপম মাধ্যম। এছাড়া হজ বিশ্ব ঐক্যের একটি প্রতীক।

যাদের উপর হজ করা ফরজ:

আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ। হজ ফরজ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। এগুলো হলো :

১। মুসলমান হওয়া;

২। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া;

৩। সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া;

৪। আযাদ হওয়া;

৫। হজ পালনে আর্থিক সঙ্গতি ও দৈহিক সুস্থতা থাকা;

৬। হজের সময় হওয়া;

৭। যাতায়াতের রাস্তা নিরাপদ হওয়া;

৮। মহিলাদের সাথে স্বামী অথবা মাহরাম পুরুষ থাকা।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) জাকাত শব্দের অর্থ-

(১) পবিত্রতা (২) দান করা (৩) বিরত থাকা (৪) ইচ্ছা করা

(খ) সম্পদের জাকাতের হার শতকরা-

(১) ২.৫ ভাগ (২) ৩.৫ ভাগ (৩) ৪.৫ ভাগ (৪) ৫.৫ ভাগ

(গ) হজের ফরজ কোনটি?

(১) কুরবানি করা (২) আরাফায় অবস্থান করা (৩) সায়ি করা (৪) কঙ্কর নিক্ষেপ করা

(ঘ) কোনটি হজ ফরজ হওয়ার শর্ত নয়-

(১) মুসলমান হওয়া (২) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (৩) আযাদ হওয়া (৪) শক্তিশালী হওয়া

(ঙ) সাওম শিক্ষা দেয়-

(১) সংযম (২) শালীনতা (৩) ভদ্রতা (৪) উদারতা

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) সাওম কাকে বলে?

(খ) সাহরি ও ইফতার বলতে কী বুঝায়?

(গ) জাকাত কী?

(ঘ) সোনা, রূপা ও নগদ অর্থের নিসাব কী?

(ঙ) হজের তাৎপর্য কী?

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) সাওম কাকে বলে? এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

(খ) জাকাত কখন ফরজ হয়? জাকাতের গুরুত্ব আলোচনা কর।

(গ) 'দারিদ্র বিমোচনে জাকাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ' -ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) হজ কাকে বলে? কার উপর হজ ফরজ?

(ঙ) সাহরি ও ইফতার কী? সাহরি ও ইফতারের ফজিলত বর্ণনা কর।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) সাওম ----- স্বরূপ।

(খ) সাওম পালনকারীর জন্য ----- আনন্দ রয়েছে।

(গ) জাকাতকে ইসলামি অর্থনীতির ----- বলা হয়।

(ঘ) হজ জীবনে ---- ফরজ।

(ঙ) জাকাত ও সালাতের মধ্যে ---- করার সুযোগ নেই।

সপ্তম অধ্যায়

আখলাক

পাঠ-১

আখলাকে হাসানাহ- اَلْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ

আখলাক (أَخْلَاقٌ) শব্দটি খুলুকুন خُلُقٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ স্বভাব, চরিত্র।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম ও আচার ব্যবহার থেকে যে স্বভাবের প্রকাশ পায় তার নাম আখলাক। যেসব আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে সুন্দর, নির্মল ও প্রশংসনীয় সেগুলো হলো আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্র।

তাকওয়া, সততা, সবর, শোকর, ইহসান, ন্যায়-পরায়ণতা, মানবসেবা, দেশপ্রেমসহ সকল উত্তম গুণাবলি আখলাকে হাসানার অন্তর্ভুক্ত। মানবজীবনে আখলাকে হাসানার গুরুত্ব অপরিসীম। চরিত্রই হলো একজন মানুষের আসল পরিচয়। আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন হলো আখলাকে হাসানার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন:

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

অর্থ : আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত। (আল কালাম : ৪)

আমরা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনাদর্শ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করব।

২০২৪

পাঠ-২

মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে মাতা-পিতাই হলেন আমাদের সবচেয়ে আপনজন ও শ্রদ্ধার পাত্র। মাতা-পিতার মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীর মুখ দেখেছি। তারা অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে সন্তানকে তিলে তিলে মানুষ রূপে গড়ে তোলেন। মানুষের জীবনে মৌলিক যত কর্তব্য আছে, মাতা-পিতার সেবা করা তার অন্যতম।

পবিত্র কুরআন এবং হাদিসে মাতা-পিতার সেবা করার প্রতি অনেক তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে : وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

অর্থ : মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণ কর। (সুরা বনি ইসরাইল : ২৩)

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।" (কানজুল উম্মাল)

মাতা-পিতার প্রতি আমাদের কর্তব্য:

মাতা-পিতার প্রতি আমাদের কর্তব্য হলো- তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, সুন্দর ভাষায় কথা বলা, তাদেরকে শ্রদ্ধা করা, তাদের আদেশ-নিষেধ পালন করা, তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া, কাজ-কর্মে সহযোগিতা করা, সেবা-শুশ্রূষা করা, সব সময় তাদের জন্য দোআ করা, বিশেষ করে মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোআ করা, তাদের সাথে বেয়াদবি না করা এবং তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া।

আমরা মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করব, মনপ্রাণ দিয়ে তাদের সেবা করব। তাদের মনে কষ্ট আসে এমন কাজ কখনো করব না।

পাঠ-৩

শিক্ষকের প্রতি সম্মান- اَلْإِحْتِرَامُ لِلْأُسْتَاذِ

শিক্ষক পরম শ্রদ্ধার পাত্র। মাতা-পিতার পরেই শিক্ষকের মর্যাদা। মাতা-পিতা সন্তানকে লালন-পালন করেন আর শিক্ষক তাকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলেন। তাই শিক্ষককে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষক অনেক পরিশ্রম করে আমাদের লেখা-পড়া ও আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে থাকেন। তাদের কাছে আমরা চিরঋণী। তাদের প্রতি আমাদের অনেক কর্তব্য রয়েছে। যেমন–

- শিক্ষকের আদেশ-উপদেশ মেনে চলা;
- তাদের সাথে বিনীতভাবে কথা বলা;
- সব সময় তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা;
- সাধ্যমত তাদের সেবা-যত্ন করা;
- কোনো অবস্থাতেই তাদের সাথে বেয়াদবি না করা;
- কোনো কারণে শিক্ষক অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লে তার নিকট বিনয়ের সাথে ক্ষমা চাওয়া।

আমরা শিক্ষকের প্রতি সম্মান দেখাব। তাদের আদেশ-উপদেশ মেনে চলব।

পাঠ-৪

ইখলাস- اَلْإِخْلَاصُ

ইখলাস (اَلْإِخْلَاصُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা। আন্তরিকতার সাথে কোনো কাজ করার নামই হলো ইখলাস।

কোনো আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য বিষয় হলো ইখলাস। তাই পবিত্র কুরআনে খালিসভাবে আল্লাহর আনুগত্য করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রত্যেক কাজে নিয়তের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যাতে আমাদের সকল কাজ খালিসভাবে আল্লাহর জন্য হয়। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবাদতে ইখলাসের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন :

أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ.

অর্থ : তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। (বুখারি)

আমরা লৌকিকতা বর্জন করে কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করব।

পাঠ-৫

প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

প্রতিবেশীর অধিকারঃ

আমাদের চারপাশে যারা বসবাস করেন তারা আমাদের প্রতিবেশী। হাদিস শরিফের বর্ণনা অনুযায়ী আশেপাশের চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত সবাই প্রতিবেশী। প্রতিবেশীগণ আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষ। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তারাই প্রথম এগিয়ে আসেন। তাই ইসলাম তাদের প্রতি সদাচারের নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে :

وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ.

অর্থ : নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী এবং সঙ্গী-সাথীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। (সুরা নিসা : ৩৬)

প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের কর্তব্য হলো– তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের মঙ্গল কামনা করা, তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া, গরিব প্রতিবেশীকে দান-খয়রাত করা ও অভুক্ত প্রতিবেশীকে খাবার দেওয়া ইত্যাদি।

আত্মীয় স্বজনের অধিকারঃ

আত্মীয় স্বজনরা আমাদের অত্যন্ত আপন ও কাছের মানুষ। তাদের সাথে সদাচার ও সদ্ভাব বজায় রাখা, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা আমাদের কর্তব্য। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন : وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ অর্থ : আত্মীয়দের হক আদায় কর। (সুরা বনি ইসরাইল : ২৬)

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : “আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না।” (মুসলিম শরিফ)

আত্মীয় স্বজনের প্রতি আমাদের কর্তব্য হলো– তাদের সাথে সদাচার ও সদ্ব্যবহার করা, তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, তাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করা ও তাদের কষ্ট না দেওয়া ইত্যাদি।

পাঠ-৬

সততা ও ওয়াদা পালন

সততাঃ

সততা একটি মহৎগুণ। সব সময় সত্য কথা বলা এবং কোনো অবস্থাতেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করা, প্রলোভন বা ভয়-ভীতির মোকাবিলায় সত্যের উপর অটল থাকা প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। সত্যবাদীকে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোবাসেন। আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদা সত্য কথা বলতেন। এজন্যে সবাই তাঁকে 'আল-আমিন' উপাধি দিয়েছিল।

সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে। এর বাস্তবতা আমরা বড়পীর হজরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.) এর জীবনে দেখতে পাই। তিনি বালক বয়সে সত্য কথা বলার কারণে ডাকাতদের হাত থেকে মুক্তি পান। ডাকাতরাও তার সততা দেখে নিজেদের পাপের উপর অনুশোচনা করে সৎপথে ফিরে আসে।

আমরা সদা সত্য কথা বলব। সত্যের উপর সব সময় অটল থাকব।

ওয়াদা পালনঃ

ওয়াদা পালন সততারই একটি অংশ। এটি মানুষের অন্যতম গুণ। কথা দিয়ে কথামত কাজ করাই হলো ওয়াদা পালন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ অর্থ : তোমরা প্রতিশ্রুতি পূরণ কর। (সুরা বনি ইসরাইল : ৩৪)

যে ওয়াদা পালন করে না তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। ভালোবাসে না। ওয়াদা পালন না করাকে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকের আলামত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

পাঠ-৭

মিথ্যার কুফল

কথা ও কাজে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ইসলামে গুরুতর অপরাধ। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন : وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

অর্থ : তোমরা মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাক। (সুরা হজ : ৩০)

মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। সে বিপদের সময় কারো সাহায্য পায় না। আমরা মিথ্যাবাদী রাখালের গল্প শুনেছি। সে ‘বাঘ’ ‘বাঘ’ বলে অযথা চিৎকার করত আর লোকজন তাকে সাহায্য করতে আসলে সে খিলখিল করে হাসত। কিন্তু যেদিন সত্যিই বাঘ আসল, সেদিন তার চিৎকারে কেউ সাহায্য করতে আসল না। মানুষ মনে করল সে মিথ্যা বলছে। অবশেষে বাঘ তাকে মেরে ফেলল।

মিথ্যা সকল পাপের মূল। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা বলাকে মুনাফিকের আলামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মিথ্যাবাদীকে সবাই ঘৃণা করে।

আমরা কখনও মিথ্যা কথা বলব না।

পাঠ-৮

ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি সম্মান

ছোটদের স্নেহ করা এবং বড়দের সম্মান করা ইসলামের সুমহান শিক্ষা। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়" (তিরমিজি)। তাই বড়দের প্রতি ছোটদের যেমন শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, তেমনি ছোটদের প্রতি বড়দের স্নেহশীল হওয়া একান্ত কর্তব্য।

ছোটদের প্রতি বড়দের কর্তব্য:

- ছোটদের আদর-স্নেহ করা;
- তাদের আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলা;
- তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা;
- আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি।

বড়দের প্রতি ছোটদের কর্তব্য :

- বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা;
- তাদের কথা মান্য করা;
- তাদের সালাম দেওয়া।
- বয়স্কদের যানবাহনে উঠতে বা বসতে কিংবা রাস্তা পারাপারে সাহায্য করা ইত্যাদি।

পাঠ-৯

দেশপ্রেম-حُبُّ الْوَطَنِ

দেশপ্রেম মানে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, মাতৃভূমির প্রতি মমতা। যে দেশে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, যে দেশের আলো-বাতাসে বড় হয় সে দেশের প্রতি তার স্বভাবজাত ভালোবাসা থাকে। এটাই হলো দেশপ্রেম। মাতৃভূমির প্রতি মমতা মানুষের জন্মগত স্বভাব। আম্বিয়া ও আউলিয়ায়ে কিরাম সকলেই স্বদেশকে ভালোবেসে গেছেন। আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্মভূমিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি যখন কাফিরদের অত্যাচারে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছিলেন তখন তিনি মক্কা ও কাবার দিকে ফিরে বলেছিলেন : "হে আমার স্বদেশ! সকল দেশের চেয়ে আমি তোমাকে বেশি ভালোবাসি। আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে বের করে না দিলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।" (আলমাতালিবুল আলিয়া) কি চমৎকার দেশপ্রেম ছিল মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে। তাই বলা হয় দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।

দেশের প্রতি কর্তব্য পালনই প্রকৃত দেশপ্রেম। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ত্যাগ স্বীকার করা, দেশের মাটি ও মানুষের জন্য কাজ করা এবং দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা সবই দেশপ্রেমের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা সবাই স্বদেশকে ভালোবাসব। নিজেকে দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলব।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) আখলাকে হাসানাহ কোনটি?

(১) সততা (২) মিথ্যা বলা

(৩) অহংকার (৪) হিংসা

(খ) প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য করা হয়-

(১) ২০ বাড়ি (২) ৩০ বাড়ি

(৩) ৪০ বাড়ি (৪) ৫০ বাড়ি

(গ) ওয়াদা পালন না করা-

(১) মুশরিকের আলামত (২) মুনাফিকের আলামত

(৩) ফাসিকের আলামত (৪) শয়তানের আলামত

(ঘ) দেশপ্রেম কিসের অঙ্গ?

(১) সালাতের (২) ইমানের

(৩) ইসলামের (৪) পবিত্রতার

(ঙ) ডাকাতরা আব্দুল কাদির জিলানির যে গুণ দেখে পাপ কাজ ত্যাগ করেছিল, তা হলো-

(১) সাহসিকতা (২) সততা

(৩) বিনয় (৪) বুদ্ধি

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) আখলাকে হাসানাহ কাকে বলে?

(খ) শিক্ষকের প্রতি আমাদের কর্তব্যগুলো কী কী?

(গ) ইখলাস কী?

(ঘ) সততা কী?

(ঙ) ওয়াদা পালন বলতে কী বুঝ? এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

(চ) মিথ্যার কুফল বলতে কী বুঝায়?

(ছ) আল-আমিন কার উপাধি ছিল? কেন তাকে এ উপাধি দেওয়া হয়?

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) পিতা-মাতার প্রতি আমাদের কর্তব্যগুলো বর্ণনা কর।

(খ) প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য রয়েছে?

(গ) ছোটদের প্রতি বড়দের এবং বড়দের প্রতি ছোটদের কর্তব্যগুলো কী কী?

(ঘ) দেশপ্রেম কী? এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

(ঙ) "সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে" -বিশ্লেষণ কর।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) চরিত্রই হলো মানুষের — পরিচয়।

(খ) মায়ের — সন্তানের বেহেশত।

(গ) আন্তরিকতার সাথে কোনো কাজ করার নাম —।

(ঘ) সত্য — দেয়, মিথ্যা — করে।

(ঙ) মিথ্যা সকল — মূল।

অষ্টম অধ্যায়

দোআ- اَلدُّعَآءُ

পাঠ-১

মাসনুন দোআর পরিচয়

দোআ (اَلدُّعَآءُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ ডাকা, আহ্বান করা। মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহর নিকট যে প্রার্থনা বা আবেদন জানায় তা-ই দোআ। আর মাসনুন (اَلْمَسْنُوْنُ) শব্দের অর্থ সুন্নাতসম্মত। অতএব মাসনুন দোআ হলো সুন্নাতসম্মত দোআ।

পরিভাষায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব দোআ করেছেন সেগুলোকে মাসনুন দোআ বলে।

দোআ অন্যতম ইবাদত। হাদিস শরিফের ভাষায়- দোআ ইবাদতের মগজস্বরূপ। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে কাকুতি মিনতির সাথে, কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট দোআ করা উচিত। দোআর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আরেকটি শব্দ হলো মুনাজাত (اَلْمُنَاجَاةُ)। এর আভিধানিক অর্থ অন্তরের কথা চুপিসারে বলা, চুপেচুপে কথা বলা। পরিভাষায়- আল্লাহর সাথে বান্দার সকল কথা, কথোপকথন, জিকির, প্রার্থনা ও দোআকেই মুনাজাত বলা হয়।

পাঠ-২

কুরআন মাজিদ থেকে দু'টি দোআ

পবিত্র কুরআন মাজিদ হতে মুনাজাতের দু'টি দোআ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১- رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ. رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর। হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিও। (সুরা ইবরাহিম : ৪০-৪১)

২- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী মুমিন ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমিতো অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (সুরা হাশর : ১০)

পাঠ-৩

আয়নায় চেহারা দেখার সময় যে দোআ পড়তে হয়

আয়নায় নিজের চেহারা দেখার সময় পড়বে :

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার আকৃতি সুন্দর করেছ, আমার চরিত্রও সুন্দর করে দাও।

পাঠ-৪

রাগের সময় ও হাই উঠলে যে দোআ পড়তে হয়

রাগ উঠলে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে বসে যাবে। এতে রাগ না থামলে শুয়ে পড়বে। অন্য হাদিসে এসেছে, রাগ হলে অজু করবে এবং নিচের দোআ পড়বে :

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হাই উঠলে মুখের উপর হাত রাখবে এবং পড়বে :

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

অর্থ : কোনো শক্তি নেই, কোনো সামর্থ্যও নেই একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত।

পাঠ-৫

যানবাহনে আরোহণের সময় যে দোআ পড়তে হয়

ক. স্থলপথে যানবাহনে আরোহণের সময় পড়ার দোআ :

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

অর্থ : পবিত্র সে মহান সত্তা, যিনি একে আমাদের বশীভূত করেছেন, যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। আর নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। (যুখরুফ : ১৩-১৪)

খ. নৌপথে নৌকা, জাহাজ ও লঞ্চে আরোহণের সময় পড়ার দোআ :

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সুরা হুদ : ৪১)

পাঠ-৬

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর যে তাসবিহ পড়তে হয়

- سُبْحَانَ اللّٰهِ (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) ৩৩ বার
- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) ৩৩ বার
- اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) ৩৪ বার।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর উপরোক্ত তাসবিহ পড়ার উপকারিতা হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে। ঘুমানোর সময়ও এ তাসবিহ পড়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে। উক্ত তাসবিহ 'তাসবিহে ফাতিমি' নামে সুপরিচিত।

অনুশীলনী

১। দোআ ও মুনাজাতের পরিচয় দাও। দোআর গুরুত্ব সম্পর্কে যা জান লিখ।

২। পবিত্র কুরআন মাজিদ এর একটি দোআ অর্থসহ লিখ।

৩। স্থলপথে যানবাহনে আরোহণের সময় পড়ার দোআ অর্থসহ লিখ।

৪। আয়নায় চেহারা দেখার সময় পড়ার দোআটি অর্থসহ লিখ।

৫। তাসবিহে ফাতিমি কী? এ তাসবিহ কখন পড়তে হয়?

শিক্ষক নির্দেশিকা

আকাইদ ও ফিকহ পাঠ্য গ্রন্থটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে রচিত। এটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ আকাইদ, দ্বিতীয় অংশ ফিক্‌হ এবং তৃতীয় অংশ আখলাক ও দোআ। শিক্ষার্থীদের বয়স ও মেধা বিবেচনা করে বইয়ের বিষয়বস্তুকে সহজভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা জরুরি।

১। আকাইদ বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত একটি মৌলিক বিষয়। তাই শিক্ষার্থীদের নিকট সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

২। ফিকহ বিষয় পাঠদানের সময় অজু, গোসল, তায়াম্মুম ও সালাতের ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদেরকে অজুখানা বা পানির কাছে নিয়ে অজু ও গোসলের নিয়মাবলি শেখানো, মাটি দ্বারা তায়াম্মুমের নিয়ম শিক্ষা দেওয়া এবং মসজিদ অথবা নামাজের ঘরে নিয়ে নামাজের যাবতীয় নিয়মাবলি বাস্তবে দেখিয়ে দেওয়া দরকার।

৩। প্রতিটি বিষয় শুরু করার পূর্বে সে বিষয়ের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয়সহ উক্ত বিষয় সম্পর্কে একটি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া প্রয়োজন।

৪। আকিদা ও ইমান সম্পর্কিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়করণ এবং ইবাদতের বিষয়গুলো বেশি বেশি অনুশীলনের মাধ্যমে পাঠ আয়ত্ত করানো এবং পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা উচিত।

৫। আদর্শ জীবন গঠনের জন্য শিক্ষার্থীদের আখলাক অধ্যায় পাঠদানের সময় নবি, রাসুল, অলি ও অনুকরণীয় মনীষীদের উপমা ও তাঁদের জীবন থেকে সংশ্লিষ্ট ঘটনা পেশ করে সে আলোকে জীবন গঠনের উপদেশ দেওয়া জরুরি।

৬। মাসনুন দোআসমূহ যথাসময়ে ও যথাস্থানে পড়ার গুরুত্ব বুঝিয়ে বার বার অনুশীলন করানো প্রয়োজন।

৭। প্রত্যেক অধ্যায়ের পাঠদান শেষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে এবং দলীয় কাজ দিয়ে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা জরুরি।

সমাপ্ত

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৪র্থ-আকাইদ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

তোমরা একে অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না
–আল কুরআন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য